২২ শিখন LEARNING

শিক্ষা মনোবিদ্যার (Educational Psychology) আলোচনার প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে যে সমস্যা আছে, তা হল শিখন (Leraning)। শিখন প্রক্রিয়া এমনি এক জটিল প্রক্রিয়া, যে তাকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্য করা যায় না। সাধারণ অর্থে শিক্ষা (Education) এবং শিখন (Learning) এই দুটি প্রক্রিয়াকে আমরা পৃথকভাবে দেখতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু শিক্ষা এবং শিখনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শিখন প্রক্রিয়ার জটিলতা মনোবিদদের বহু শতাব্দী ধরে চিন্তান্বিত করেছে। বর্তমান শতাব্দীতে শিখন সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ের স্বল্প পরিসর অংশে তার সবকিছু সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও কিছু কিছু আধুনিক ধারণা সম্পর্কে উল্লেখ করার চেষ্টা করব এবং আধুনিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করব।

শিখনের সংজ্ঞা
Definition of Learning

ব্যক্তিসত্তার (Personality) বিকাশ দুটো শক্তির উপর নির্ভর করে। একটা হল বংশগতি (Heredity) : অপরটা হল পরিবেশ (Environment)। ব্যক্তিমানসের যে কোন অগ্রগতিকেই এই দুই-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোন বিশেষ অবস্থায়, বংশগতি কতটা ব্যক্তির বিকাশে সহায়তা করবে, তা নির্ভর করে পরিবেশ তার উপর কতটা ক্রিয়াশীল। আবার, পরিবেশ ব্যক্তির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ণয় করে দেবে তার বংশগতি। এইভাবে ব্যক্তিজীবনে নিয়তই এক সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম ব্যক্তির জন্মগত গুণাবলীর সঙ্গে চিরপরিবর্তনশীল পরিবেশের। অর্থাৎ জীবনধারণের তাগিদে আমরা পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছি। কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন বিশেষ আচরণ (Behaviour), এই সংগ্রামেরই ফল। আচরণের প্রকাশ এক ধরনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা, এই যে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে আমরা অভিযোজন করছি, এর ফলে আমাদের জন্মগত আচরণধারার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সহজাত প্রবণতা (Original tendencies) ও জন্মগত আচরণগুলোর (Inborn behaviours) পরিবর্তিত হয়ে নতুন আচরণধারা আমাদের মধ্যে এনে দিচ্ছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ (Training) এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ, সব কিছু বাধ্য করছে নতুন আচরণ করতে। এই ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে শিখন (Learning)। অর্থাৎ অতীত, অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণধারা পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাকেই শিখন বলে (Learning is the modification of behaviour through experience and training)। ম্যাক্‌গিয়ক্ এবং আইরায়ন (Mc Geoch and Irion) শিখনের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে যে কার্যকরী সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তাও অনুরূপ। তাঁরা বলেছেন—"We may define learning as change in performance through conditions of activity, practice and experience." হিলগার্ডও (Hilgard) অনুরূপভাবে শিখনের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"a process by which activity originates or is changed through training procedures.....as distinguished from changes by factors not attributable to training."

হিলগার্ডের প্রদত্ত এই সংজ্ঞায় বিশেষভাবে শিখন ও অন্যান্য সমধর্মী প্রক্রিয়ার পার্থক্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিখ্যাত মনোবিদ গিলফোর্ড (J. P. Guilford) বলেছেন, শিখন একধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা আচরণের দ্বারাই সংঘটিত হয় (Learning is change in behaviour resulting from behaviour)। এইভাবে বিভিন্ন মনোবিদ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শিখন প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ এবং এই সংজ্ঞাগুলি থেকে শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃত তাৎপর্য

লব্ধি করা যায় না, তাই শিখন (Learning) কি তা সঠিকভাবে বুঝতে হলে এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

শিখনের প্রকৃতি
Nature of Learning

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শিখন এমন এক জটিল প্রক্রিয়া যে তাকে কোন একটিমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই শিখনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে, এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া, অন্যান্য সমপর্যায়ভুক্ত মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এর পার্থক্য করা দরকার।

[এক] শিখনের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই শিখনের প্রয়োজন। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, বাইরের জগতের তাগিদ থাকলেই শিখন হয়। পরিবেশ যদি স্থবির হত তা হলে অনায়াসে নতুন আচরণ করার প্রয়োজন হত না। আর শিখনও প্রয়োজন হত না। তাই শিখন প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, বাইরের জগতের বা পরিবেশের তাগিদেই অনেক সময় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়।

[দুই] আবার, যখন কোন শিখন, বাইরের বা পরিবেশের তাগিদে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন ঐ প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে, ব্যক্তি আত্মপ্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধন করে। পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যক্তি কিভাবে আচরণ করবে, তা সে নিজেই ঠিক করে। সুতরাং শিখন প্রক্রিয়া ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তা (Self activity) জাগিয়ে তোলে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Aim of Education) দিক থেকে আমরা যদি শিখন প্রক্রিয়ার এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে বিচার করি, তা হলে বলতে হয় যে, শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের এই তাগিদ এবং সুযোগ দুটিই গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এমন এক উদ্দেশ্য এবং সমস্যা স্থাপন করবেন, যার জন্য বহুবিধ অভিযোজনের প্রয়োজন হবে। আর এই প্রয়োজনবোধেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসবে শিখনের তাগিদ। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছে, তার অনেক কিছুই এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে, একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"The creation of a favourable environment for learning is the basic function of our system of formal edcuation".

[তিন] বহির্জগতের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ যেমন শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে, তেমনি অন্তর্জগতের তাগিদ তাকে শক্তি যোগায়। অন্তর্জগতের এই তাগিদকে মনোবিদ্যার পরিভাষায় বলা হয় প্রেষণা (Motivation) প্রেষণা হল ব্যক্তির অন্তরের এমন এক অবস্থা যা তাকে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য বিশেষ এক ধরনের আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে (A motive is a set or a state of the individual which disposes him for certain behaviour and for reaching certain goal)। অর্থাৎ এটি হল বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থা। এই আন্তরিক অবস্থা বা তাগিদকে উদ্দেশ্যমুখী বাহ্যিক বস্তুসামগ্রীর দ্বারা জাগিয়ে তোলা যায়। অর্থাৎ, বস্তুজগতে কোন কিছুকে পাওয়ার আগ্রহই প্রেষণাকে জাগ্রত করে এবং তখনই তা শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোজনে (adjustment) প্রবুদ্ধ করে। এই ভাবে বহির্জগতের তাগিদ অন্তর্জগতের ইচ্ছাকে সক্রিয় করার মাধ্যমে আমাদের নতুন আচরণধারা গ্রহণে প্রবুদ্ধ করছে; এবং এর ফলে শিখন সম্ভব হচ্ছে। যে বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় উদ্বোধক (Incentive)। এই উদ্বোধক এবং প্রেষণার পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে শিখন। মনোবিদ্ গ্যারেট্ (Garrett) বলেছেন, "Learning is a function of motive incentive condition". অর্থাৎ গাণিতিক সংব্যাখ্যানে, শিখন=∫ প্রেষণা × উদ্বোধক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, প্রেষণার দ্বারা শিখন হয় ঠিকই, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে নতুন নতুন তাগিদ বা প্রেষণারও সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং, শিক্ষকের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে প্রেষণা জাগ্রত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাদের মধ্যে নতুন প্রেষণার সৃষ্টি করা ও যাতে করে তারা পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও নানা জিনিস জানার আগ্রহ

● **107. What is learning ? Mention two characteristics of learning.** **(শিখন কাকে বলে ? শিখনের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।)**

■ অনুশীলন অথবা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোন সক্ষমতা অর্জন করাকে শিখন বলা হয়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আচরণের উন্নতিসাধনকেই শিখন বলা হয়। শিখনের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল —

(১) শিখন বৃদ্ধি ও বিকাশের স্বাভাবিক ফল নয়, ইহা প্রচেষ্টার দ্বারা লাভ করতে হয়;

(২) শিখনের প্রয়োজন অনুভব না করলে শিক্ষার্থী শিখতে পারে না।

● **108. What are the different types of learning ? (শিখনের বিভিন্ন প্রকারগুলি কি কি ?)**

■ মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিখনকে কতকগুলি প্রকারে ভাগ করেছেন। এই প্রকারগুলি হল —

(১) দক্ষতা শিখন ; (২) ধারণা শিখন ; (৩) সমস্যা-সমাধানমূলক শিখন ; এবং (৪) আবিষ্কারমূলক শিখন।